যায়যায়দিন

তারিখ 31 MAY 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

এক বছরেও প্রাথমিক শিক্ষকরা সেই আঁধারে

এম মামুন হোসেন

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা এক বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি। চাকরি জাতীয়করণের প্রথম ধাপের কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। তাই ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৪ হাজার শিক্ষক এখনো এমপিওভুক্ত (বেতনের মাসিক সরকারি অংশ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়মেই বেতন পাচ্ছেন। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন-ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আর এজন্য সরকারের প্রতি মাসে অতিরিক্ত ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা খরচ পড়বে।

জানা গেছে, গত বছরের ১৫ মে শাহবাগ মোড়ে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষকদের বেদম প্রহার করে পুলিশ। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ মে শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করে, চাকরি জাতীয়করণের নীতিগত ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর এ নিয়ে কাজ শুরু করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি রাজধানীর প্যারেড স্কোয়ারে প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসমাবেশে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৪ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশ (বেজি.) বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শেখ আবদুস সালাম মিয়া বলেন, গত বছরের এই দিনে প্রধানমন্ত্রী জাতীয়করণের নীতিগত ঘোষণা দেন। এক বছর পূর্তিতে চাকরি জাতীয়করণের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা না পাওয়ায় শিক্ষকরা হতাশায় ভুগছেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর মন্ত্রণালয় থেকে টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষকদের কাগজ যাচাই-বাছাইয়ে উপজেলা ও জেলা কমিটি করা হয়। তবে কাগজ যাচাই-বাছাইয়ের নামে শিক্ষকদের কাছ থেকে এক শ্রেণির অসাধু কর্মকর্তারা অর্থ আত্মসাৎ করেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, আমলারা চাকরি জাতীয়করণ নিয়ে

আঁধারে : পৃষ্ঠা.২ কলাম ৫

আঁধারে : প্রাথমিক শিক্ষকরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সময়ক্ষেপণ করছেন। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ধীরগতিতে কাজ করছেন। আন্তঃমন্ত্রিক টিলেমিতে শিক্ষকরা প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমলারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ১ লাখ ৪ হাজার শিক্ষকের দূরত্ব সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, তিনটি ধাপে ২২ হাজার ৯৮১টি রেজিস্টার্ড এমপিওভুক্ত বিদ্যালয় ছাড়াও স্থায়ী রেজিস্টার্ড ৩৮৮টি, অস্থায়ী রেজিস্টার্ড ৩৬১টি, পাঠদান অনুমতিপ্রাপ্ত ৭২০টি, নন-এমপিওভুক্ত ৬৫৩টি, এনজিও পরিচালিত ১৩০টি, পড়ানোর অনুমতির সুপারিশকৃত ১৫১টি এবং পড়ানোর অনুমতি দেয়ার সুপারিশের জন্য অপেক্ষাকৃত ৮০৯টি বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৪ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হচ্ছে। এজন্য সরকারের প্রতি মাসে অতিরিক্ত ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা প্রয়োজন পড়বে। চাকরি জাতীয়করণ হলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন-ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

জানা গেছে, প্রথম ধাপে ১ জানুয়ারি থেকে ২২ হাজার ৯৮১টি রেজিস্টার্ড এবং এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের ৯১ হাজার ২৪ জন শিক্ষকের জাতীয়করণের সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল। এজন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় ধরা হয়েছিল। জাতীয়করণের দ্বিতীয় ধাপে রেজিস্টার্ড ও নন-রেজিস্টার্ড, এনজিও কিংবা কোনো সংস্থায় পরিচালিত এবং পড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে এমন ২ হাজার ২৫২টি বিদ্যালয়ের ৯ হাজার ২৫ জন শিক্ষকের চাকরি ১ জুলাই থেকে জাতীয়করণ করার সময় নির্ধারণ করা হয়। এজন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারকে ৩৭১ কোটি টাকা বেশি ব্যয় করতে হবে। পড়ানোর অনুমতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে কিংবা সুপারিশের জন্য অপেক্ষা করছে এমন ৯৬০টি বিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৭৯৬ জন শিক্ষকের চাকরি ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারিতে জাতীয়করণ করা হবে। এতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারকে ৬৫১ কোটি টাকা বেশি ব্যয় করতে হবে। তবে চাকরি জাতীয়করণের প্রথম ধাপের কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। তাই বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখনো এমপিওভুক্ত (বেতনের মাসিক সরকারি অংশ) নিয়মেই বেতন পাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. মোস্তাফুর হোসেন যায়যায়দিনকে বলেন, ১ লাখ ৪ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণে সরকারের প্রতি মাসে অতিরিক্ত ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা লাগছে। সবকিছু যাচাই-বাছাইয়ে সময় লাগছে। ভুল হলে শোধনের সময় শিক্ষকরা বেকায়দায় পড়তে পারেন। শিক্ষকরা আগামী জুনে বকেয়া বেতনসহ সরকারিভাবে সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। এতে ১ লাখ ৫৫ হাজার ২৩ জন শিক্ষক সুবিধা পান। পরে বিভিন্ন সময়ে আরো ১ হাজার ৫০৭টি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়।